বিপ্লব পালের আমার প্রতিউত্তর এর প্রত্যুত্তর

- জাফর উল্লাহ্

তা অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রতিপাদ্য বিষয় বদলে গেল কেন ?

ছেলে ছোকরাদের নিয়ে আর পারিনে! কথায় কথায় তারা রং বদলায়। আমি ডঃ ইউনুসের সদ্য রাজনৈতিক মঞ্চে আগমনের ওপর একটা বাংলা লিখা লিখেছিলাম। ও মা! কথায় বলে - মার চেয়ে মাসির দরদ অনেক বেশি! আমার লেখার উত্তর আসলো গঙ্গার ওপার থেকে বড় হওয়া পাল মহাশয়ের কাছ থেকে। আমার ঢাকাইয়া ভাষায় (খানেক কুট্টি আর খানেক বিক্রামপুরী সংমিশ্রিত) লিখার উত্তরটাও চলে এলো চট্ করে। তবে আবাক হলাম যে তিনি নিতান্ত গেয়ের জোরে প্রতিপাদ্য বিষয়টি বদলে দিলেন - যেমনটি দেয় রাজনীতিবিদরা। আমি চেষ্টা করবো এরিস্টোটালিয়ান স্টাইলে তার বিক্ষিপ্ত চিন্তা সংবলিত উত্তরের প্রতিউত্তর দিতে।

————————————-

<নতুন বনাম পুরানো পুঁজি

-

<বিপ্লব

জাফর খুড়োর কথা এক বাক্যেই রাখা যেত—

মুনাফার লোভে যুদ্ধও হয়-তাহলে মুনাফার লোভ ভালো হল কি করে!>

আমিতো বাণিজ্যিক ফিলজ্ফি নিয়ে লিখা লিখিনি; লিখেছিলাম ইউনুস সাহেবের যে মতিভ্রম হয়েছে সেটা নিয়ে। আমার লিখার উত্তরে পাল মশাই লিখলেন ইউনুসের গ্লোবাল ব্যবসার স্বপ্নের কথা নিয়ে। এটি কি রকমের উত্তর দেয়া হলো? গায়ের জোরে আর যাই করা যাক না কেন ডিবেট তো করা যায় না, কি বলেন পাল মশাই ?

<এখন আনবিক বোমায় গোটা পৃথিবীটা ধ্বংশ হতে পারে বলে পরমাণু গবেষনা তুলে দেওয়া উচিত আর কি—পুঁজি দুই রকমের হয়-নতুন আর পুরানো। মাইক্রোসফট, ইনটেল, লুসেন্ট, গুগল এদের পুঁজি নতুন। এরা কটা যুদ্ধ লাগিয়েছে?>

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্রিকো ফার্মী যখন তার নিউক্লিয়ার চেইন রিয়েকশ্যন বিষয়ক গবেষণা করেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে মার্কিন সরকার এটিকে যুদ্ধে কাজে লাগাবে। প্রেঃ আইজেনহাওয়ার বর্ণিত ‘‘মিলিটারী-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পলেক্স’’ সব সময় তক্কে তক্কে থাকে গবেষণাগার থেকে প্রযুক্তি বের করে সেটি দিয়ে টু-পাইস অর্জন করতে। পারমানবিক শক্তি দিয়ে যদি কেবলমাত্র বিদ্যুৎ তৈরী করা হতো তাহলে প্যাসিফিষ্টরা পরমানবিক শক্তি নিয়ে এত হৈ চৈ পাকাতো না। আর নুতন পুঁজি নিয়ে যে যুদ্ধ পাকানো হচ্ছে না সেটি কে বললো? পেন্টাগনে বড় বড় কম্পিউটার লাগিয়ে মনিটরে যে ‘ড্রাই যুদ্ধ’ করা হচ্ছে না তেমনটি তো কেউ বলছে না। ইনফোরমেশন ছাড়া দুনিয়ে চলে না। অতএব সাধু সাবধান!

<অন্যদিকে তেল, যুদ্ধাস্ত্র এদের পুঁজি পুরানো-বনেদি। যুদ্ধ বাঁধানোয় এদের ভুমিকা অস্বীকার করার নয়। পাশাপাশি এটাও ঠিক নতুন পুঁজি যখন উদ্ভাবনী ক্ষমতা হারায়, তা পচে ক্রমশ পুরানো হতে থাকে। তার মানে কি এই-ধনতন্ত্র খারাপ হয়ে গেল?? ধনতন্ত্র না থাকলে জীবনদায়ী ঔষুধগুলো কে তৈরী করবে?? সমাজতন্ত্রের হাতে টানা রেজালটের গবেষণা পত্রে হবে সেগুলো? নোয়াম চমস্কি কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যা কথা বলেন-তার পর্বত প্রমান মিথ্যার একটা লম্বা কিস্তি আমি লিখেছিলাম। যে কেও ওয়াইকেপিডিয়াতে গিয়ে নোয়াম চমস্কির ওপর আমার আর্টিকেলটা দেখতে পারেন। নোয়াল চমস্কির মতন মিথ্যুক লোকজনকে সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই। >

এখন আমাকে লেক্চার শুনতে হবে এক নবিসের (political neophyte) কাছ থেকে যে নুতন এক পর্যায়ে পুরাতন হয়ে যায়। অর্বাচীনতার একট নমুনা আছে! আলেকজান্ডার ফ্লেমিং যখন প্রথম পেনিসিলিন বের করেন সেটি তিনি করেন জ্ঞানের উন্মেষণে, টাকা বানানোর জন্যে মোটেও নয়। আর ওয়াইকোপিডিয়ার কথা নাই বা তুললাম - সেটিতে আমার নাম কে যেন সংযোজন করেছে, তাই বলে আমি কি হিরো বনে গেলাম না কি ? একটা লিখা যখন 'পিয়ার রিভ্যিউ' প্রসেসের ভেতর দিয়ে না যায়, তখন সেটার উল্লেখ করা আনুচিত। যে কারণে আমি আমার হাজার দু'এক এর ওপর লেখা থেকে কোন লেখার রেফারেন্স দেই না। আর যারা ''ভাতকে বলে অন্ন'' তারা তো কথায় কথায় ওয়াইকোপিডিয়ার রেফারেন্স দেবে - এটাই তো স্বভাবিক ! কম জলের মাছ বেশী জলে এসে পড়লে খানেকটা লাফালাফি কোরবেই তো - সেটাই স্বাভাবিক ।

<পরিবর্তিত এই বিশ্বপরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি চীন, ভারত এবং আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না তা সম্ভব?>

তৃতীয় বিশ্ব হতে গরিব লোকদের শ্রম নামে মাত্র টাকায় কিনে নেবার জন্য যে প্রক্রিয়া তৈরী করা হলো তারই নাম বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন। এই চরম সত্য কথাটি যদি অর্বাচীনরা না বুঝতে সক্ষম হোন তা হলে আমার করার কিছুই নেই।

<আমি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য জাফর আঙ্কলের লেখার উত্তর দিই নি-বাঙালীর ধনতন্ত্রবিমুখ যে মুখ তৈরী হয়েছে এবং যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয়েই ভুক্তভোগী তার জন্যেই লিখেছিলাম। আঙ্কল জাফর খাজাকিস্থান থেকে উজবেকিস্থানের ধারাভাষ্য দিয়ে থাকেন-সেটা যদি অন্যায় না হয়ে থাকে, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমার লেখা কেন অন্যায় হবে? বিশেষত বাংলাদেশে ইসলামিষ্ট সরকার ক্ষমতায় এলে তা ভারতের জন্য বেশ বিপজ্জনক - গত পাঁচ বছরে দিল্লী সেটা ভালোই টের পেয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতিতে লাভ পাকিস্থানের। সব থেকে বেশী ক্ষতি বাংলাদেশের জনসাধারণের-ভারতের ক্ষতি সন্ত্রাসবাদের বাড়ন্তে। >

বিল্পব বাবু খনে খনে তার ভোল পাল্টে দেন যেটি কিনা ক্যামিলিয়নরা করে থেকে হরদম। তার জবাবের গোড়ায় বললেন - আমি বাংলা দেশের রাজনীতি নিয়ে লিখিনি - আর এখন বললেন - লিখিছি তো কি হয়েছে ? বিপ্লব বাবু বাংলাদেশের আধুনা রাজনৈতিক প্লট বদলে যাবার ঘটনাগুলো মোটেও লক্ষ্য করছেন না। ইসলামিস্টরা খালেদার দলের সাথে আঁতাত করে এবার গদীতে বসতে পারতো না। নির্ভেজাল

নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ও তার সহদলগুলো অনায়াসে সরকার ঘটন করতে পারতো। কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক শক্তি সেটা চায় না। তাই তারা ইউনুসকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে রাজনীতির পঙ্কিল এক জগতে। আমেরিকা ও ইউ সহ অন্যরাও এটি চায়। ঢাকার অনেক চিন্তাবিদরা এটি মনে করেন যে ইউনুস বিদেশী চক্রের এক এজেন্ট।

<বাংলাদেশের ক্ষতি কেন আমি চাইবো? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলে তা ভারতের জন্যও সুখবর-কারণ তাতে ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য আরো বাড়বে। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য বাড়লে পশ্চিমবঙ্গের অনেক লাভ-কারণ এই বাণিজ্যের প্রায় সবটাই হবে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে। আসলে কেও যদি ব্যবসায়ীদের মতন ভাবতে শেখে, সে অনায়াসেই বুঝতে শিখবে বাংলাদেশ যত অন্যদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াবে তাতে তাদেরই লাভ বেশী। ডঃ ইউনুস প্রকাশ্যেই বলেছেন টাটার প্রজেক্ট যে রাজনৈতিক কারণে করতে দেওয়া হলো না তা এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নয়। >

বিশ্বায়নের জিগির তুলে ইউনুস বাংলাদেশে অনেক কিছুই করতে পারেন। টাটার প্রজেক্ট তো ছেলে খেলা মাত্র ! একে একে ফরাসী দেশের ড্যানোন। আমেরিকার ওয়াল-মার্ট সাবাই সোনার বাংলায় সোনার খোঁজে আসবে। গতকাল এক ফাইনানসিয়াল জর্নালে পড়লাম যে টেলিনোর (TeleNor) এর সবচেয়ে অধিক মুনাফা হয়েছে বাংলা দেশ থেকে তাও আবার ইউনুসের কল্যাণে।

< যাইহোক খুড়োকে উপদেশ দেওয়ার কিছুই নেই-শুধু একটাই অনুরোধ। উনি ঢাকাইয়া ভুলে গেছেন-আমার শশুরবাড়ীর সবাই ঢাকাইয়াতেই কথা বলে। সুতরাং ভাষাটা আমার অজানা নয়-শুধু দুঃখ এই উনি কতগুলো বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছেন। পরের বার শুদ্ধ ঢাকাইয়া লিখবেন এটাই আশা রইলো। >

ঢাকার বংশাল এলাকার ভাষায় যদি লিখতাম তাহলে তার এক বর্ণও বিপ্লব বাবু বুঝতে পারতেন না। তাই জগা-খিছুড়ি ভাষায় উত্তরটি দিয়েছিলাম তার বধোগম্য হবার জন্য। তা ঢাকাইয়া মাইয়া বিয়ে করার জন্য বুঝি তার বাংলাদেশ প্রীতি গজিয়েছে!!! বেশ বেশ, শশুরবাড়ীর প্রতি অনুগত থাকা ভালইতো। তাতে 'কঞ্জুগাল লাইফ'টা ভালই কাটবে, তাই নায় কী ?